



339140 - করোনো মহামারীর প্রকেষতি জারীকৃত কারফাউ- এর কারণে বাসা-বাড়ীতে ঈদরে নামায আদায় করার হুকুম

প্রশ্ন

করোনো ভাইরাসের প্রকেষতি লকডাউনের মধ্যে ঈদরে নামায বাসায় আদায় করা জায়যে হবে কনি; যদি বাসাতে তনিজনরে অধিক পুরুষ লোক থাকে? এটি কি বাসাতে নামায আদায় করার জন্য যথাযথ ওজর? হোম কোয়ারেন্টিনের কারণে যদি কেউ তার পরিবারকে নিয়ে বাসাতে ঈদরে নামায আদায় করে সক্ষেত্রে সেরে কি খোতবা দবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইতপূর্ববে 96922 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তরি ঈদরে নামায ছুটে গেছে কিংবা কোন প্রতবিন্ধকতার কারণে তনি ঈদরে নামাযে হায়রি হতে পারেননি তার জন্য ঈদরে নামায নজি বাসায় আদায় করা জায়যে; এমনকি তনি একা হলেও। এটি জমহুর (অধিকাংশ আলমে) এর অভিমত।

ইবনে কুদামা “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/২৮৯) বলেন: “যে ব্যক্তরি ঈদরে নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তরি উপর কাযা পড়া আবশ্যিক নয়। যহেতে ঈদরে নামায ফরযে কফিয়া। যে কেউ পড়লে সেটাই যথেষ্ট।

তবে কেউ যদি কাযা পড়তে চায় তাহলে তার একাধিক এখতয়ার থাকবে। তনি ইচ্ছা করলে এক সালামে কিংবা দুই সালামে চার রাকাত নামায পড়তে পারেন।

এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটি ছাওরী (রহঃ) এর অভিমত। যহেতে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তনি বলেন: যে ব্যক্তরি ঈদরে নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তি চার রাকাত নামায পড়বেন। যে ব্যক্তরি জুমার নামায ছুটে গেছে তনিও চার রাকাত পড়বেন।

আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তনি বলেন: যদি আমি দুর্বল লোকদেরকে নিয়ে কাউকে নামায পড়ার নরিদশে দিই তাহলে আমি তাকে চার রাকাত পড়ার নরিদশে দবি। [সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর]



ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন: এ অভিমতকে শক্তিশালী করে আলী (রাঃ) এর হাদিস। তিনি জনকৈ ব্যক্তিকে দুর্বল লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ার ও খোতবা না দয়ার নরিদশে দনে।

এবং যহেতে এটি ঈদরে নামাযরে কাযা; তাই জুমার কাযা নামাযরে ন্যায় এটাও চার রাকাত।

এবং তিনি ইচ্ছা করলে নফল নামাযরে মত দুই রাকাত পড়তে পারনে। এটি আওয়রি অভিমত। যহেতে এটি নফল।

আর যদি ইচ্ছা করনে যে, তাকবীর দিয়ে ঈদরে নামাযরে পদ্ধততি পড়বনে; তাহলে এমন অভিমত ইমাম আহমাদ থেকে ঈসমাইল বনি সাঈদ বর্ণনা করছেন, জুযজানী এ অভিমতকে পছন্দ করছেন। এবং এটি নাখাঈ, মালকে, শাফয়ে, আবু ছাওর ও ইবনে মুনযরি প্রমুখরে অভিমত।

যহেতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি একবার বসরাতে ইমামরে সাথে ঈদরে নামায পাননি। তখন তিনি তাঁর পরবাররে সদস্যদেরকে ও তাঁর দাসদেরকে একত্রতি করনে। এরপর তাঁর দাস আব্দুল্লাহ্ বনি আবু উতবা নামায পড়ান। আব্দুল্লাহ্ দুই রাকাত নামায পড়ান এবং উভয় রাকাততে তাকবীর দনে।

এবং যহেতে এটি একটা নরিদষ্টি নামাযরে কাযা নামায। তাই অন্য সকল নামাযরে মত এটি ঐ (মূল) নামাযরে পদ্ধততি হওয়া চাই। এভাবে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে একাকী পড়ার কথিবা জামাতরে সাথে পড়ার।

আবু আব্দুল্লাহ্কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছিলি: কথোয় পড়বে? তিনি বলেন: চাইলে সে ঈদগাহে যতে পারে; কথিবা সে যখনে চায় সখনে পড়তে পারে।”[সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, খলফির সাথে যভোবে ঈদরে নামায পড়া হয় সভোবে পড়াটা জমহুররে অভিমত। অতএব, ঈদরে নামাযরে যে পদ্ধতিরয়ছে সে পদ্ধততি নামাযটি পড়বনে। অর্থাৎ অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে দুই রাকাত নামায পড়বনে; খোতবা ছাড়া।

আর যখন পূর্ববোক্ত মতভদরে আলোচ্য বিষয় তথা নামাযটি ঈদরে নামাযরে কাযা হিসেবে পালতি না হয়; বরং মূল ঈদরে নামায হিসেবে সম্পাদতি হয় এবং এর দ্বারা ফরয দায়তিব কথিবা কফিয়া দায়তিব পালতি হয়; বর্তমান পরিস্থিতির হাল তো এটাই; সক্ষেত্রে এই নামায ঈদরে নামাযরে মূল পদ্ধততি পড়ার বিষয়টি আরও তাগদিপূর্ণ। যহেতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ঈদগাহসমূহে ও মসজিদগুলোতে ঈদরে নামায পড়া হবে না; তাই এমন পরিস্থিতিতে ঈদরে নামাযরে পরিচিতি পদ্ধতির খলিফ করাটা অগ্রগণ্য হতে পারে না। বরং ব্যক্তি যদি তার বাসা-বাড়ীতে ঈদরে নামায পড়ে তাহলে তার উচতি হবে ঈদরে নামাযরে পরিচিতি পদ্ধততি পড়া।

দুই:



শাফয়েমিমাযহাবরে অভিমিত হচ্ছো জনবচ্ছিন্ৰিন ব্যক্তি ঙ্গদরে নামায তার নজি বাসস্থানে আদায় করা সুন্নত। তাদরে নকিট সটো কাযা নামাযরে সাথে সম্পূক্ত নয়। ইমাম মুযানি ইমাম শাফয়েমি (রহঃ) থেকে ‘মুখতারাসুল উম্ম’ (৮/১২৫) গ্রন্থে উল্লেখ করছেন যে, “জনবচ্ছিন্ৰিন ব্যক্তি তার বাসস্থানে দুই ঙ্গদরে নামায আদায় করবে এবং অনুরূপভাবে মুসাফরি, দাস ও মহলিাও।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৫/২৬) বলেন: “আহকাম: ঙ্গদরে নামায ক্রীতদাস, মুসাফরি, নারী ও জনবচ্ছিন্ৰিন ব্যক্তির জন্য নজি বাসায় কথিবা অন্য কোন স্থানে আদায় করা কি শরয়িত সম্মত?

“এক্ষতেরে দুটো অভিমিত রয়েছে। সর্বাধিক শুদ্ধ ও মশহুর অভিমিত হচ্ছো ঙ্গদরে নামায তাদরে জন্য আদায় করা শরয়িতসম্মত হওয়ার পক্ষে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা।”[সমাপ্ত]

তাদরে নকিট এ শ্রগৌর ব্যক্তিদরে মধ্যে যারা জামাতরে সাথে আদায় করবনে তাদরে ক্ষতেরে খোতবা দয়োও সুন্নত।

‘মুগনলি মুহতাজ’ গ্রন্থে (১/৫৮৯) বলেন: “জামাতরে সাথে এ নামাযদ্বয় আদায়কারীদরে জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সুপথপ্রাপ্ত খলফিদরে অনুসরণে খোতবা দয়ো সুন্নত। এক্ষতেরে মুসাফরিদরে জামাত করা ও অন্যদরে জামাত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে।”[সমাপ্ত]

তুহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে (৩/৪০) বলেন: “জনবচ্ছিন্ৰিন ব্যক্তির জন্য (ঙ্গদরে নামায) আদায় করা সুন্নত; তবে খোতবা ছাড়া। অনুরূপভাবে ক্রীতদাস, নারীর জন্যও সুন্নত। স্বাধীন নারী ও দাসী ঙ্গদরে নামাযে হাযরি হওয়ার ক্ষতেরে ইতপূর্বে ‘জামায়াত’ অধ্যায়রে শুরুর দকিে তারা জামায়াতে হাজরি হওয়ার ক্ষতেরে যা কিছু উল্লেখিতি হয়েছে সেগুলো প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে মুসাফরিরে জন্যও সুন্নত; অন্য সকল নফল নামাযরে মত। মুসাফরিদরে ইমামরে জন্য তাদরে উদ্দেশ্যে খোতবা দয়ো সুন্নত।”[সমাপ্ত]

এরপর তিনি বলেন (৩/৪৫): “ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একা একা আদায়কারীর জন্য খোতবা দয়ো সুন্নত নয়।”[সমাপ্ত]

মালকৌ মাযহাব হচ্ছো- একাকী আদায়কারী, নারী ও মুসাফরিরে জন্য আদায় করা সুন্নত; মুস্তাহাব নয়।

আল-খরিশী বলেন (২/৯৮): “যনি জুমার নামায আদায় করতে আদষ্টি তার জন্য ঙ্গদরে নামায আদায় করা সুন্নত; নফল নামায বধে হওয়ার সময় থেকে শুরু করে সূর্য হলে পড়া পর্যন্ত।” ব্যাখ্যাকার বলেন: ঙ্গদরে নামাযরে হুকুমরে ব্যাপারে মতভেদে রয়েছে। মশহুর অভিমিত হচ্ছো যমেনটি গ্রন্থাকার উল্লেখ করছেন সুন্নতে আইন (প্রত্যকেরে জন্য সুন্নত); অন্য মতে, সুন্নতে কফিয়া (কটে পড়লে অন্যদরে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে)।



যে ব্যক্তির উপর জুমার নামায আবশ্যিক তাকে আদায় করার নরিদশে দয়ো হবো। ক্রীতদাস, বালক, নারী ও মুসাফরি ঈদরে নামাযে হাযরি হবনে। আর যে ব্যক্তি শহর থেকে ৩ মাইল দূরত্বরে বাইরে তার ক্ষত্রে সুননত নয়; কনিতু মুস্তাহাব। অচরিইে সেই আলোচনা আসবো।”[সমাপ্ত]

আরও বলনে (২/১০৪): যে ব্যক্তি এই নামায পড়ার জন্য আদষ্টি নয় কথিবা যার ছুটে গেছে তার নামাযটি আদায় করা:

ব্যখ্যাকার বলনে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার নামায আদায় করার জন্য আবশ্যকীয়ভাবে আদষ্টি নয় কথিবা যে ব্যক্তি ইমামরে সাথে ঈদরে নামায আদায় ছুটে গেছে: তার জন্য এটি পড়া মুস্তাহাব।

এটি কি জামায়াতরে সাথে পড়বে; নাকি একাকী? দুটো অভিমত রয়ছে।”[সমাপ্ত]

কছু কছু আলমে একাকী পড়াকে প্রাধান্য দয়িছেনে।[দখুন: হাশিয়াতুদ দুসুকী (১/৪০১)]

মালকৌ মাযহাবে আরও রয়ছে যে, যদি তারা জামায়াতরে সাথে আদায় করনে তাহলে তারা খোতবা ছাড়া আদায় করবনে।

আল-হাত্তাব ‘মাওয়াহবিুল জাললি’ গ্রন্থে (২/১৯৮) বলনে: “শহরবাসীদরে মধ্যযে যাদরে নামাযটি ছুটে গেছে তাদরে জন্য জামায়াত করা জায়যেরে অভিমতরে ভিত্তিতে তা তারা খোতবা দবি নে; এতে কোনে মতভদে নাই। অনুরূপ বখান প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কোনে ওজররে কারণে এ নামায আদায় করনে এবং ক্রীতদাস ও মুসাফরিদরে ক্ষত্রে। আর ছোট গ্রামরে অধবাসীদরে ব্যাপারে দুইটি অভিমত রয়ছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।”[সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতি যে যদি কটে তার নিজ বাসায় তার পরবারকে নিয়ে ঈদরে নামায আদায় করনে তাহলে শাফযৌ মাযহাবে আলোকে তার জন্য দুটো খোতবা দয়ো সুননত। আর মালকে মাযহাবে মতে, খোতবা দবি নে।

এ দুই মাযহাবে অভিমতরে পক্ষে দললি পশে করা যায় ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে দৃঢ়তা প্রকাশক ভাষ্যে যে ‘মুআল্লাক’ রেওয়াজতেটি উল্লেখ করছেনে যে, তিনি বলনে: “আনাস বনি মালকে তাঁর আযাদকৃত দাস ইবনে আব উতবাকে (বাড়ীর) কণায় (নামায প্রতিষ্ঠার) নরিদশে দনে। তখন সে তাঁর পরবার ও ছলেদেরকে একত্রতি করে।”[সমাপ্ত]

আনাস (রাঃ) এর নামায ছুটে যায়নি। তবে, তিনি বিসরাতে শহররে কয়কে মাইল বাহরিে বসবাস করতনে।

ইবনে রজব ‘ফাতহুল বারী’ গ্রন্থে (৯/৭৬) বলনে: আনাস (রাঃ) এর নামায ছুটে যায়নি। বরং তিনি শহররে বাইরে দূরে বসবাস করতনে। তাই তাঁর হুকুম গ্রামবাসীদরে হুকুম। ইমাম আহমাদ (তার থেকে বরণতি এক বরণনাতে) সদেরে ইশারা করছেনে।”[সমাপ্ত]

তনি:



শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান আল-বার্রাক ফতোয়া দিচ্ছেন যে, যদি মহামারী ও কারফিউ-এর কারণে শহরে নামায অনুষ্ঠান না হয় তাহলে এ অবস্থার হুকুম হচ্ছে যার নামায ছুটে গেছে তার হুকুম। এমতাবস্থায় বাসা-বাড়ীতে খোতবা ছাড়া ঈদরে নামায আদায় করা হবে।

তাঁকে জিজ্ঞাসে করা হয়: বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন করোনা ভাইরাসের কারণে নামাযগুলো ঘরে আদায় করা হচ্ছে এমতাবস্থায় ঈদরে নামাযের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ঈদরে নামায কি বাসা-বাড়ীতে আদায় করা হবে; যদি আদায় করা হয় তাহলে কভাবে আদায় করা হবে?

জবাব: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর: যদি কোন পরতর্কিততার কারণে ঈদরে পড়া না যায়; যমেনটি এ দিনগুলোর পরিস্থিতি; সক্ষেত্রে এর হুকুম হবে যে ব্যক্তির নামায তথা ঈদরে নামায ছুটে গেছে তার হুকুমের মত।

এ মাসয়ালায় আলমেদরে একাধিক অভিমত রয়েছে: কউে বলছেন: দুই রাকাত পড়বে। কউে বলছেন: চার রাকাত পড়বে। কউে বলছেন: ঈদরে নামাযের মত পড়বে; এটাই সঠিক অভিমত। অর্থাৎ দুই রাকাত পড়বে এবং অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলবে। কবরিত উচ্চস্বরে পড়বে। খোতবা দিবে না। যমেনটি করা হয় যে কোন কাযা ইবাদত সম্পাদনের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মূল ইবাদতের আদলে সম্পাদন করা হয়। একাকীও পড়া যাবে, জামায়াতের সাথেও পড়া যাবে।

এ অভিমতের পক্ষে দলিল হচ্ছে আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর কর্ম: যখন তাঁর ঈদরে নামায ছুটে যায় তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করেন। এরপর আব্দুল্লাহ বনি আবি উতবা তাদরেককে দুই রাকাত নামায পড়ান; যত্নে শহরবাসীগণ নামায পড়ছে সত্বে এবং তারা যত্নে তাকবীর দিচ্ছে সত্বে তাকবীর দিচ্ছে।

পক্ষান্তরে, ঈদরে নামাযের কাযা হয় না এ অভিমত এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা আমাদের এ অবস্থাতে ঈদরে নামায মূলতঃ পড়াই হয়নি। অতএব আদৌ ফরয আদায় হয়নি। কিন্তু, এমতাবস্থায় ঈদরে নামাযকে যে ব্যক্তির এটি ছুটে গেছে তার অবস্থার উপর কয়াস করা হবে; যমেনটি ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ। [শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সমাপ্ত: <https://sh-albarrak.com/article/18234>]

সারকথা:

১। যে ব্যক্তি ঈদরে নামায একাকী পড়বেন তিনি খোতবা ছাড়া আদায় করবেন।

২। যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে আদায় করবেন শাফয়ে মাহাব মতে, নামাযের পর দুটো খোতবা দিবে তার জন্য সুন্নত। যদি খোতবা দিবে সম্ভবপর হয় তবে খোতবা দিয়ার দকিটকি শক্তিশালী করে শাইখ তাঁর জবাবে যা উল্লেখ করছেন: নামায মূলতঃ পড়াই হয়নি এবং সাধারণ জামে মসজিদগুলোতে খোতবা দিবে হয়নি।



আর মালকেিও হাম্বলি মাযহাব মতে এবং যারা বর্তমানরে ওজরগ্রস্ত মানুষকে যাদরে নামায ছুটে গছে তাদরে মত মনে করনে তাদরে মতে: জামায়তরে সাথে খোতবা ছাড়া আদায় করা হবে।

ঈদরে নামাযরে জন্য সংখ্যার শর্ত জানতে দেখুন: [337550](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।